বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৬-২০১৭

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

[সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর : ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্র নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	মুখবন্ধ	-
২.	Abbreviation	-
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
	নিরীক্ষার সুপারিশ	৭
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-২৬
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৬
৬.	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরসমূহের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৯টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁর লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ : ________ বঙ্গাব্দ
২৩/০৮/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

Abbreviation

BOQ	Bill Of Quantity
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CPWA Code	Central Public Works Account Code
CPWD Code	Central Public Works Department Code
DBSWC	Dense Bituminous Surfacing Wearing Course
DLP	Defect Liability Period
DPM	Direct Procurement Method
DPP	Development Project Proposal
GCC	General Conditions of Contract
GFR	General Financial Rules
HDM	Highways Design Model
IPC	Interim Payment Certificate
LD	Liquidated Damage
OTM	Open Tendering Method
PCC	Particular Conditions of Contract
PMP	Periodic Maintenance Program
PPR	Public Procurement Rules
RDPP	Revised Development Project Proposal
RFQM	Request For Quotation Method
RHD	Roads & Highways Department
STD	Standard Tender Document
TEC	Tender Evaluation Committee
VAT	Value Added Tax
WCC	Works Completion Certificate

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
০১	অনুমোদিত জনবল কাঠামো অপেক্ষা অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করে বেতন ভাতা ও মজুরি পরিশোধ।	২,৮৯,২০,০৭৩	১১
০২	Defect Liability Period চলমান থাকা অবস্থায় রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারের নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৪,৩২,৬২০	১২-১৩
০৩	পেভমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত না করায় ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য জরিমানা বাবদ ২৩,১২,৩৪৪ টাকা আদায় না করায় ক্ষতি।	২৩,১২,৩৪৪/-	১৪-১৫
০৪	প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও বিল ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	-	১৬-১৭
০৫	অসম্পাদিত কাজের ১০% হারে জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি।	৭৬,৪৬,৮৮১	১৮-১৯
০৬	পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ওয়েট মেশিন ক্রয়ের ০৩ বছর পরও স্থাপন না করায় সরকারি অর্থের অপচয়।	১৯,৪৪,০৩৫	২০
০৭	নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের চুক্তি বাতিলপূর্বক নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫৭,৫৬,৩১০	২১-২২
০৮	ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিওকিউ পরিবর্তন করে আইটেমের মূল্য বৃদ্ধি করে বিল পরিশোধে সরকারের ঠিকাদারের আর্থিক ক্ষতি।	৭৪,৭২,৪০০	২৩-২৪
০৯	ঠিকাদার কর্তৃক ব্যবহৃত স্যালভেজ মালামালের উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪১,১৫,১৮৯	২৫-২৬
	মোট =	৫,৯৫,৯৯,৮৫২	
	পাঁচ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত বায়ান্ন টাকা		

অডিট বিষয়ক তথ্য :

নিরীক্ষার অর্থ বছর : ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-১৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান : : ১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক জোন, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম।

২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, সিলেট, বরিশাল ও মৌলভীবাজার।

৩. ৩. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা, ঢাকা, ভোলা, বরগুনা, গাজীপুর, রাঙ্গামাটি, মাদারীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও শেরপুর।

নিরীক্ষার প্রকৃতি : নিয়মানুগ (Compliance) নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময় : ১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক জোন ও রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ০৩-১২-২০১৬খ্রিঃ হতে ১১-১২-২০১৬খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে এবং সড়ক জোন ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-১০-২০১৬খ্রিঃ হতে ০৩-১১-২০১৬খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

২. তত্ত্ববধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরিশাল, সিলেট ও মৌলভীবাজার কার্যালয়সমূহের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৮-১১-২০১৬খ্রিঃ হতে ২৪-০৪-২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয় ।

৩. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), কুমিল্লা, গাজীপুর ও মাদারীপুর কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরসমূহের হিসাব ০৬-০১-২০১৬খ্রিঃ হতে ০৮-০১-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয় ।

৪. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), বরগুনা, ভোলা ও রাঙ্গামাটি কার্যালয়সমূহের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরসমূহের হিসাব ০৬-০১-২০১৬খ্রিঃ হতে ০৮-০১-২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

৫. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা, সিলেট, হবিগঞ্জ, শেরপুর ও মৌলভীবাজার কার্যালয়সমূহের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরসমূহের হিসাব ১৬-১০-২০১৬খ্রিঃ হতে ১৮-০১-২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষা পদ্ধতি স্থানীয়ভাবে দৈবচয়নের মাধ্যমে যাচাই ও বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে : মহাপরিচালক, পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু:

- সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা।
- বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ অনুসরণ না করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস- ২০০৮ অনুসরণ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ:

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ অনুসরণ না করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- নিরীক্ষা কাজে রেকর্ডপত্র সরবরাহে অনীহা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায় এবং কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সরকারি মালামালের যথাযথ হেফাজত না করা ।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধানসমূহ পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- আর্থিক বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা প্রয়োজন।
- সরকার প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।
- সরকারি মালামালের হেফাজতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।
- মজুদ মালামালের বাস্তব যাচাইপূর্বক হিসাব হালনাগাদ রাখা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনাম : অনুমোদিত জনবল কাঠামো অপেক্ষা অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করে বেতন ভাতা ও মজুরী পরিশোধ ২,৮৯,২০,০৭৩(দুই কোটি উননব্বই লক্ষ বিশ হাজার তিয়াত্তর) টাকা।

বিবরণ :

সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব ০৬-০১-২০১৬খ্রিঃ হতে ২৪-০১-২০১৬খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে অনুমোদিত জনবল কাঠামো কর্মরত জনবল তালিকা ও বেতন বিল রেজিস্টার ও বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- নিরীক্ষাকালীন সময়ে অনুমোদিত জনবল কাঠামোর বিপরীতে ২৬টি তৃতীয় শ্রেণির ও ৪২টি চতুর্থ শ্রেণির পদ শূন্য ছিল। অর্থাৎ মোট শূন্য পদের সংখ্যা ৬৮টি।
- নিরীক্ষাকালীন সময়ে অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২১৮ জন কার্যভিত্তিক জনবল ও ১০ জন হাজিরাভিত্তিক জনবল নিয়োজিত রেখে বেতন ভাতা ও মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় শূন্য পদ সংখ্যা অপেক্ষা ১৫০ জন কার্যভিত্তিক ও ১০ জন মজুরীভিত্তিক অতিরিক্ত জনবল নিয়োজিত ছিল।
- অর্গানোগ্রাম অতিরিক্ত জনবল নিয়োজিত রেখে বেতন ভাতা ও মজুরী পরিশোধে ২,৮৯,২০,০৭৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০১, পৃষ্ঠা-০১ দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ :

শূন্য পদ সংখ্যা অপেক্ষা অতিরিক্ত জনবল নিয়োজিত রেখে বেতন ভাতা ও মজুরী পরিশোধ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অনুমোদিত জনবল অনেক বেশি শূন্য থাকায় সরকারি কাজের স্বার্থে এ সমস্ত কার্যভিত্তিক ও মাস্টার রোল কর্মচারী দ্বারা সরকারি কাজ চালানো হচ্ছে।
- সর্বশেষ ০২-১১-২০১৭খ্রিঃ তারিখের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত জনবল কর্মরত নেই। সরকারি কাজের স্বার্থে কার্যভিত্তিক কর্মচারী ও মাস্টাররোলে শ্রমিক নিয়োজিত আছে ।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- সর্বশেষ জবাব আপত্তিটি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে জনবল অনেক বেশি শূন্য থাকায় উক্ত কর্মচারীগণ দ্বারা সরকারি কাজ চালানো হয়েছে। কিন্তু আপত্তি হয়েছে শূন্য পদ অপেক্ষা বেশি জনবল নিয়োগের বিষয়ে। অতিরিক্ত জনবল নিয়োজিত রেখে বেতন ভাতা পরিশোধের সুযোগ নেই। ফলে অতিরিক্ত জনবলের বিপরীতে বেতন ভাতা পরিশোধ ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩-০৪-২০১৬খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে ২২-০৬-২০১৬খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-০৫-২০১৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয় ।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অতিরিক্ত জনবল হ্রাস করত অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী কাজ সম্পাদন সহ অতিরিক্ত জনবল নিয়োগে জড়িত ব্যাক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অনুচ্ছেদে জড়িত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : **Defect Liability Period** চলমান থাকা অবস্থায় রাস্তার ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারের নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় ১৪,৩২,৬২০ (চৌদ্দ লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শত বিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ-৩ কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা ও এর অধীন দপ্তরসমূহের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০৪-২০১৭খ্রিঃ হতে ২৪-০৪-২০১৭খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কাজের নথিপত্র, টেন্ডার ডকুমেন্টস, কার্যাদেশ, চুক্তিপত্র, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগাধীন হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষীপুর সড়কের (জেড-১৪২২) এর মেরামত কাজ ১৫-০৬-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু Defect Liability Period চলমান থাকা অবস্থায় সড়কের ৩৬তম -৩৮তম অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পুনরায় মেরামতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী কার্যালয়ের স্মারক নং- ১৬৬৩ তারিখ : ০৬-১০-২০১৫খ্রিঃ ১৩০৯ তারিখ: ০৪-০৮-২০১৫খ্রিঃ এবং ১২৫৯ তারিখ : ২২-০৭-২০১৫খ্রিঃ মূলে ঠিকাদারকে পত্র দেয়া হলেও ঠিকাদার কর্তৃক তা মেরামত না করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিরাপত্তা জামানত ১৪,৩২,৬২০ (চৌদ্দ লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শত বিশ টাকা) টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়নি [পরিশিষ্ট-০২, পৃষ্ঠা- ০২ দ্রষ্টব্য]।

- পিপিআর- ২০০৮ এর বিধি- ২৮(৩) অনুযায়ী উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি- ৩৯(২৯) অনুযায়ী সকল ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত সনদ প্রদানের পর ঠিকাদারকে জামানতের অর্থ ফেরত দেয়া যাবে। সংশোধন না করা হলে উক্ত অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।

- GCC/PCCএর ধারা ৫৬.১ অনুযায়ী কাজের Defect Liability Period ৩৬৫ দিন। সে অনুযায়ী ১৫-০৬-২০১৬খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কাজের কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ঠিকাদার নিজ খরচে তা সংশোধন করতে বাধ্য এবং এ জন্যই তার নিকট হতে নিরাপত্তা জামানত কর্তন করা হয়। কোন ব্যতিক্রম হলে নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্তসহ যে কোন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ : GCC/PCC এর ধারা-৫৬.১ অনুযায়ী কাজের Defect Liability Period এ সংঘটিত রাস্তার ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগাধীন হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়কের (জেড-১৪২২) মেরামত কাজের আলোচ্য ঠিকাদারের যাবতীয় তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে সংগ্রহপূর্বক পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- Defect Liability Period চলমান থাকা অবস্থায় রাস্তার ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারের নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। এমনকি নথিপত্র যাচাই করে জানানোর কথা বলা হলেও দীর্ঘ ০২ বছর ০৩ মাস পরেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। এতে প্রমানিত হয় ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে সুবিধা প্রদান করা ও জামানত ফেরত প্রদান করার উদ্দেশ্যে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ৩১-১০-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবরে প্রেরণ করা হয় পরবর্তীতে ১০-১২-২০১৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭-০৫-২০১৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয় ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- Defect Liability Period চলমান থাকা অবস্থায় রাস্তার ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারের নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : পেভমেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরও ঠিকাদার কর্তৃক ক্রটি-পূর্ণ কাজ মেরামত না করার ফলে পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ জমাকৃত ২৩,১২,৩৪৪ টাকা (তেইশ লক্ষ বার হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ টাকা) বাজেয়াপ্ত না করায় ক্ষতি।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ, গাজীপুর কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ সনের হিসাব ০৫-১২-২০১৫খ্রিঃ হতে ১৫-১২-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা কালে মাস্টার বাড়ি, মির্জাপুর পিরুজালী, নুহাশপল্লী, মাওনা সড়কের ৮ম কি:মি:, ৯ম কি:মি: (অংশ) ২২তম কি:মি: (অংশ) হতে ২৭তম কি:মি: পর্যন্ত সড়কের পেভমেন্ট মজবুতীকরণ, সার্ফেসিংসহ প্রশস্থকরণ কাজের নথিপত্র, প্রাক্কলন, এমবি ও বিল ভাউচার যাচাই করা হয়। এতে দেখা যায় যে, বর্ণিত কাজটি ২১-০৫-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত করা হয়। কিন্তু Defect Liability Period এর মধ্যে পারফরমেন্স সিকিউরিটি হিসেবে জমাকৃত জামানত ৪,৬২,৪৬,৮৮৪ × ৫% =২৩,১২,৩৪৪ টাকা বাজেয়াপ্ত না করায় ক্ষতি হয়েছে।

- পেভমেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরও ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত না করায় ২০,৮৪,৭৯৮ টাকা এবং স্কেরিফাইং এর প্রস্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রস্থে বিটুমিনাস সিলকোট এর কাজ করায় ৬,৫৮,২৭৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব আহসান হাবীব এর স্মারক নং ১২৪৫, তারিখ : ১৫-১০-২০১৫খ্রিঃ মোতাবেক লিখিত চিঠি হতে দেখা যায় বাধঁ ভেঙ্গে পেভমেন্ট ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। তাই জরুরি মেরামত কাজ করা প্রয়োজন। কিন্তু ঠিকাদার ক্রটি-পূর্ণ কাজ সংশোধন করেনি। তাই পেভমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় চুক্তি মূল্যের ৫% হারে জমাকৃত পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় ২৩,১২,৩৪৪ টাকা (তেইশ লক্ষ বার হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ টাকা) ক্ষতি।

  [পরিশিষ্ট-০৩, পৃষ্ঠা-০৩ দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ :

- ক্রটি-পূর্ণ কাজ করায় Defect Liability Period এ ক্ষতিগ্রস্থ অংশসমূহ ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংশ্লিষ্ট কাজের সঠিক মেজারমেন্ট ও দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- সর্বশেষ জবাবে জানায় যে, সড়কের ক্যারেজ ওয়ের প্রস্থ ৩.৭০ মিটার অংশে সার্ফেসিং এবং উভয় পার্শ্বে সড়ক প্রশস্থকরণের জন্য ১.৮০মি: হার্ড সোল্ডার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশস্থকরণের পর সড়কের চওড়া (৩.৭০মি:+ ১.৮০মি:) = ৫.৫০ মি: এ সিলকোট কাজ করা হয়েছে এবং সড়কের অতিরিক্ত ২২তম অংশ হতে ২৭ তম অংশ পর্যন্ত প্রশস্থতা ৪.৮০মি: হতে ৫.৫০ মি:। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদিত প্রাক্কলন মোতাবেক সড়কের অতিরিক্ত প্রশস্থতায় কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত কাজ চলাকালীন সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাওনা আগমন করার প্রোগ্রাম দেওয়ায় উক্ত সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ সড়কাংশে অতিরিক্ত সিলকোট কাজ করা হয়েছে। ভোগড়া বাইপাস মোড়ে অতিরিক্ত প্রশস্থতার কাজ করতে ভেরিয়েশন প্রস্তুত করত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা কর্তৃক অতিরিক্ত কাজের ভেরিয়েশন অনুমোদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পেভমেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরও ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত না করা, পেভমেন্ট নির্মাণ ত্রুটি-পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।
- উল্লেখ্য যে, বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৮-০২-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবরে প্রেরণ করা হয় পরবর্তীতে ২১-০৩-২০১৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১-০৫-২০১৭খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও বিল ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-১০-২০১৬খ্রিঃ হতে ০৩-১১-২০১৬খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কাজের অর্থছাড় ও অগ্রগতির বিবরণী সংক্রান্ত নথিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিগত অর্থ বছরসমূহে ছাড়কৃত ১১১১,৯৯,৭৮,০০০ টাকা (এক হাজার এক শত এগার কোটি নিরানব্বই লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা) ব্যয় করা হলেও নিরীক্ষাকালে উক্ত কাজের প্রাক্কলন, টেন্ডার, ডকুমেন্টস, বিল ভাউচার ইত্যাদি পাওয়া যায়নি [পরিশিষ্ট-০৪, পৃষ্ঠা-০৪]।
- চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম এর অধীন বিভিন্ন কার্যালয়ে বর্ণিত কাজসমূহের বিপরীতে চাহিদার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রতিটি বরাদ্দ পত্রের ৪ নং শর্তে "ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণসহ যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে" মর্মে উল্লেখ রয়েছে।
- বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল-১২৮(১) মোতাবেক মহা হিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদান এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার বা অন্য প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী। আলোচ্য ক্ষেত্রে ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজ ও নথিপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় সংবিধানের উল্লিখিত ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : কাজের প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও বিল ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কাজসমূহ একনেক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয়।
- অডিটি প্রতিষ্ঠান সর্বশেষ ০২-০১-২০১৯ তারিখের জবাবে জানায় যে, আপত্তিতে বর্ণিত প্রকল্পসমূহের কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ সওজ, চট্টগ্রাম জোনের মাধ্যমে কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবরে ন্যস্ত করা হয়। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কর্তৃক ছাড়কৃত বরাদ্দের অর্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। যেহেতু, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে, সেহেতু কাজের নথিপত্র, বিল-ভাউচার ইত্যাদি তাদের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। আপত্তিটি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হল।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, অনুচ্ছেদে বর্ণিত অর্থ সেনাবাহিনীর খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়নি। সুতরাং, এক্ষেত্রে তা কিভাবে ব্যয় করা হল, দরপত্র পদ্ধতিতে পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে কিনা, ব্যয়িত অর্থ হতে আয়কর-ভ্যাটসহ সরকারের রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা হয়নি। বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে কিনা বা আদৌ কর্তন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
- উল্লেখ্য যে, বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-০২-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে ৩১-০৫-২০১৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৩-২০১৭খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্রজারি করা হয় ।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক মানদন্ড অনুসরণপূর্বক বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ ও রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৪—

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : অসম্পাদিত কাজের ১০% হারে জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি ৭৬,৪৬,৮৮১ (ছিয়াত্তর লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার আটশত একাশি) টাকা।

বিবরণ:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ, মাদারীপুর কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২০-০৪-২০১৬খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-০৪-২০১৬খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন, বিল-ভাউচার, কার্যাদেশ, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় ,

- ২০১০-১১ অর্থ বছরে মাদারীপুর (কুলপদ্দি) কালকিনি-ভুরাঘাটা সড়কের ১৩তম হতে ১৯তম কি:মি: (অংশ) পর্যন্ত সড়কে পিসি গার্ডার বক্স কালভার্ট রক্ষাপ্রদ কাজে মাটির বাঁধ প্রশস্তকরণ, রোড ডিভাইডার নির্মাণসহ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মান কাজের চুক্তিমূল্য ২১,৫৩,৩১,৭৯৫ টাকা। কাজটি শুরু হয় ৩০-০৩-১১খ্রিঃ তারিখে। কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ ছিল ২৯-০৩-১২খ্রিঃ। নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ৩০-০৬-১৫খ্রিঃ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়। কিন্তু ঐ সময়েও কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ৬৮.৪৯% অগ্রগতি হওয়ার পর কাজটি বিনা জরিমানায় সমাপ্ত ঘোষনা করে চূড়ান্ত বিল ১৩,৮৮,৬২,৯৭৬/- (তের কোটি আটাশি লক্ষ বাষট্রি হাজার নয় শত ছিয়াত্তর টাকা) পরিশোধ করা হয়।
- জিসিসি ক্লজ নং- ৭৩.১ অনুযায়ী ঠিকাদার কাজ অসমাপ্ত রাখলে বা অপারগ হলে অসম্পাদিত কাজের ১০% জরিমানা আরোপ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে জিসিসি ক্লজের ব্যত্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ জিসিসি/পিসিসি অনুযায়ী অসম্পাদিত কাজের ১০% হারে ৭৬,৪৬,৮৮১ টাকা জরিমানা আরোপপূর্বক তা ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করে বিল চূড়ান্ত করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৫,পৃষ্ঠা-০৫]।

অনিয়মের কারণ : অসমাপ্ত কাজের জন্য ঠিকাদারের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করা ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বাস্তব প্রয়োজনে যে পরিমাণ কাজ চুক্তির আওতাভূক্ত ছিল তা নির্ধারিত সময়ে যথানিয়মে সম্পাদন করে চুক্তিটি সমাপ্ত করা হয়েছে। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।
- অডিটি প্রতিষ্ঠান সর্বশেষ ১৭-০৮-২০১৭খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানান যে, ঠিকাদার নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে কাজ সমাপ্তি করতে না পারায় বিধি মোতাবেক সওজ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ৩০-০৬-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। চুক্তি মোতাবেক ২৯-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে না পারায় অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি ।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, চুক্তি ছিল ২১,৫৩,৩১,৭৯৫ টাকার। কাজটি ৩০-০৩-২০১১খ্রিঃ তারিখে শুরু হয়েছে এবং কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত সময় ছিল ২৯-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখ। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় ৩০-০৬-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়। অর্থাৎ ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে নির্ধারিত সময় ও বর্ধিত সময়েও কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত ঘোষনা করে বিল চূড়ান্ত করা হয়। জিসিসি ও পিসিসি ক্লজের শর্তানুযায়ী অসম্পাদিত কাজের ১০% হারে জরিমানা আরোপ না করে বিলটি চূড়ান্ত করে ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ কাজ শুরু করার পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ করেই কাজের সাইট ঠিকাদারকে বুঝিয়ে দেওয়ার পরও কাজ অসমাপ্ত থাকার কোন সুযোগ নেই।
- উল্লেখ্য যে, বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৯-০১-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয় পরবর্তীতে ১৯-০৪-২০১৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয় । সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১-১১-২০১৭খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করত সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৬

শিরোনাম : পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ওয়েট মেশিন ক্রয়ের তিন বছর পরও স্থাপন না করায় সরকারি অর্থের অপচয় ১৯,৪৪,০৩৫ (উনিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পঁয়ত্রিশ) টাকা।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২১-১২-২০১৬খ্রিঃ হতে ০৮-০১-২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ফরম নং-৭ (ইনডেন্ট স্টোরস) পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ওয়েট মেশিন ক্রয়ের তিন বছর পরও স্থাপন না করায় সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে ১৯,৪৪,০৩৫ (উনিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পঁয়ত্রিশ) টাকা [পরিশিষ্ট-০৬ পৃষ্ঠা-০৬]।
- ক্রয়কৃত এক্সেসরিজসহ একটি পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ওয়েট মেশিন ফেব্রুয়ারি/২০১৪খ্রিঃ মাসে প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, সিলেটে প্রেরণ করা হয়।
- প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উক্ত পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ওয়েট মেশিনটি স্থাপন করা হয়নি। ফলে দিন দিন মেশিনটি তার কার্যকারিতা হারাচ্ছে এবং দীর্ঘ সময় স্টোরে জমা থাকার কারণে মেশিনটি স্থায়ীভাবে বিকল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- জিএফআর-১১ অনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক শৃংখলা এবং কঠোর মিতব্যয়িতা প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী।
- ২৭-১২-২০১৬খ্রিঃ তারিখ এক্সেল লোড মেশিন স্টেশন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, উক্ত স্টেশনে পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ওয়েট মেশিনটি স্থাপন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- ক্রয়কৃত পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ওয়েট মেশিন প্রতিস্থাপন না করে ফেলে রাখার কারণে সরকারি অর্থের অপচয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মেশিনটি স্থাপন করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ওয়েট মেশিনটি ক্রয়ের তিন বছর পরও স্থাপন করা হয়নি।
- মেশিনটি স্থাপন করার কথা বলা হলেও দীর্ঘ ০২ বছর ০৭ মাস পরেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৪-০৫-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে ২১-০৬-২০১৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০৯-২০১৭খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ওয়েট মেশিনটি অতিসত্বর স্থাপন করে সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- ক্রয়কৃত মেশিন ব্যবহার না করে ৩ বছর ফেলে রাখায় অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ক্রয় করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক উক্ত সময়ের অবচয়কৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ: ০৭

শিরোনাম: নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের চুক্তি বাতিলপূর্বক নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় ৫৭,৫৬,৩১০/- টাকা (সাতান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশত দশ) রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক সার্কেল, সিলেট এবং সড়ক বিভাগ, সুনামগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ০১-১২-২০১৬খ্রিঃ হতে ১৮-০১-২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন, চুক্তি, আইপিসি রেজিস্টার, আইপিসি, কার্যাদেশ নথি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- চুক্তিবদ্ধ কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে ৫৭,৫৬,৩১০ টাকা জমা প্রদান করার সুপারিশ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-০৭ পৃষ্ঠা: ৭-৯]।
- সিলেট সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং সড়কের ২১০ কি:মি: অংশে কাঁচপুর ব্রীজ পুনর্বাসনের জন্য বেইলি ব্রীজসহ ডাইভার্সন সড়ক নির্মাণ কাজটি ঠিকাদার মেসার্স এমএ ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে ২০১১-২০১২ আর্থিক সালে তিন মাসের মধ্যে শেষ করার শর্তে চুক্তি সম্পাদন করা হয় যার টেন্ডার প্যাকেজ নং-০২/২০১১-১২/এসই/এসআরসি। কিন্তু ঠিকাদার কাজটি সম্পাদন না করে অসমাপ্ত রেখে যায়।
- পরবর্তীতে একই কাজের অবশিষ্ট কাজের জন্য ২০১৫-১৬ আর্থিক সালে মেসার্স টাওয়ার এন্টারপ্রাইজের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- মেসার্স এমএ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ কাজ অসমাপ্ত রাখা সত্ত্বেও তাঁর পারফরমেন্স সিকিউরিটি ২২,৭০,১৬১ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।
- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মদনপুর-দিরাই-শাল্লা সড়কে (দিরাই-শাল্লা অংশ) ৩০তম, ৩১তম, ৩২তম ও ৩৩তম কিমি. অংশে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজে ঠিকাদার মেসার্স প্রীতি এন্টারপ্রাইজ এন্ড মেসার্স এলএন কন্স্ট্রাকশন (জেভি) এর সাথে ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজটি সম্পাদনের জন্য সময় প্রদান করা হয় ০৯-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৩-২০১৫খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস।
- পরবর্তীতে উক্ত ঠিকাদার কর্তৃক ১৫-১১-২০১৬খ্রিঃ তারিখে আবেদনকৃত সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ২ বছর ২ মাস অতিবাহিত হলেও কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঠিকাদার কাজটি করতে ব্যর্থ হয়।
- চুক্তির শর্তাবলীর জিসিসি/ পিসিসি ৪৫.১(জ) অনুযায়ী ঠিকাদার চুক্তিবদ্ধ কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে ঠিকাচুক্তি বাতিল করে কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
- ঠিকাদারকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও কার্য সম্পাদন জামানতের ৩৪,৮৬,১৪৯ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।
- ফলে সর্বমোট (২২,৭০,১৬১ + ৩৪,৮৬,১৪৯) টাকা = ৫৭,৫৬,৩১০/- টাকা(সাতান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশত দশ) বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের চুক্তি বাতিলপূর্বক নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- (১) সড়ক সার্কেল, সিলেটঃ কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী জবাব প্রদান করা হবে (২) সড়ক বিভাগ, সুনামগঞ্জ, জবাবে জানায় যে, কার্য সম্পাদনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- সড়ক বিভাগ, সিলেট সর্বশেষ ০৭-১০-২০১৮খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানায় যে, ঠিকাদার এমএ ইঞ্জিনিয়ার এর অসমাপ্ত কাজের মূল্যের উপর ১৫% জরিমানা আরোপ করা হয় যাহা জামানত হতে সমন্বয় করা হবে। অসমাপ্ত ৮৪,৬৭,৬৬৬ টাকার কাজ দরপত্র আহ্বানপূর্বক টাওয়ার এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় ।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ নথিপত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। অডিটি প্রতিষ্ঠান নথিপত্র যাচাইয়ের নামে জবাব প্রদানে কালক্ষেপণ করছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, সুনামগঞ্জ কর্তৃক দীর্ঘ ০২ বছর ০৭ মাস পরেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- এখানে সম্পূর্ণ জামানত বাজেয়াপ্তযোগ্য। অবশিষ্ট কাজ করতে যে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে তা ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করতে হবে ।
- ঠিকার শর্তাবলীর ৪৫.১(জ) অনুযায়ী ঠিকাদার চুক্তিবদ্ধ কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে ঠিকা চুক্তি বাতিল করে কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
- উল্লেখ্য যে, বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৪-০৫-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে ২১-০৬-২০১৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-০৯-২০১৭খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্রজারি করা হয় ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৮

শিরোনাম: ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত BOQ পরিবর্তন করে আইটেম এর মূল্য বৃদ্ধি করে বিল পরিশোধে সরকারের ৭৪,৭২,৪০০/- (চুয়াত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ, শেরপুর কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-১২-১৬খ্রিঃ তারিখ হতে ০১-০১-১৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বর্ণিত কাজের দরপত্র অনুমোদন পত্র, বি.ও.কিউ, চুক্তিপত্র ও বিল-ভাউচার পর্যালোচনা করা হয় এতে দেখা যায় যে,

- নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সীমান্ত সড়কে ১১তম হতে ১৭তম কি:মি: এবং ৩২তম হতে ৫০তম কি.মি. এ আর্থ ওয়ার্ক, ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট এবং ৭৫ কি. মি. আরসিসি বক্স কালভার্ট ও অন্যান্য নির্মাণ কাজের দরপত্র ওটিএম পদ্ধতিতে আহবান করা হয় এবং পারিশা ট্রেড সিস্টেম লি: এর সাথে ৩৮,৫৮,০২,৬৯৭ টাকায় কার্যচুক্তি সম্পাদন করা হয়।

- বর্ণিত কাজের আইটেম নং ০৩.০২.০১ (সাব-বেইজ) তে ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর ছিল ৩,১০০ টাকা প্রতি ঘন মিটার এবং ঐ আইটেমের মোট মূল্য ছিল ৫,৯৩,৯৬,০০০ টাকা। কিন্তু দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিওকিউ এর দর পরিবর্তন করে নতুন বিওকিউ দাখিলের মাধ্যমে উল্লিখিত আইটেমের দর ৩,৪৯০/- টাকায় বর্ধিত করেন। ফলে উক্ত আইটেমের পরিবর্তিতন মোট মূল্য দাঁড়ায় ৬,৬৮,৬৮,৪০০ টাকা। যা ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিওকিউ অপেক্ষা (৬,৬৮,৬৮,৪০০-৫,৯৩,৯৬,০০০) = ৭৪,৭২,৪০০ টাকা বেশি। তাছাড়া মূল দাখিলকৃত বিওকিউতে টেন্ডার ওপেনিং কমিটি কর্তৃক ২৪-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে স্বাক্ষরিত সামারি শিটের মোট মূল্য ছিল ৩৭,৮৩,৩০,২৯৭ টাকা কিন্তু বিওকিউ এর পাতা পরিবর্তন করে ২৪-০২-২০১৫খ্রি: তারিখে স্বাক্ষরিত নতুনভাবে বিওকিউ দাখিল এর মাধ্যমে সামারি শিটে মোট মূল্য ৩৮,৫৮,০২,৬৯৭ টাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে (৩৮,৫৮,০২,৬৯৭ - ৩৭,৮৩,৩০,২৯৭) = ৭৪,৭২,৪০০/- টাকা (চুয়াত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশত) অতিরিক্ত মূল্যে দরপত্র অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদন করে আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৮ পৃষ্ঠা: ১০]।

- পিপিআর-০৮ এর বিধি-৯৭(৫) অনুযায়ী দরপত্র সংশোধন বা মূল্য ছাড় সংক্রান্ত কোন বিষয় দরপত্র ওপেনিং কমিটি কর্তৃক দরপত্র খোলার সময় পাঠ করা না হলে উক্ত বিষয় দরপত্র মূল্যায়নের সময় বিবেচনা করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে ২৪-০২-২০১৫খ্রি: তারিখে স্বাক্ষরিত নতুন বিওকিউ দাখিলের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্যে দরপত্র অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

- সরকারি ক্রয় কার্যে জালিয়াতির সাথে জড়িত প্রজাতন্ত্রের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে পিপিএ-০৬ এর ধারা-৬৪(১), ৬৪(৩), ৬৪(৪) অনুযায়ী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী অসদাচরণ বা দুর্নীতির জন্য দায়ী হবেন। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ Prevention of Corruption Act, ১৯৪৭ এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Penal Code, ১৮৬০ এর অধীনেও ফৌজদারি কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে । ITT Clause-২৫.১ অনুসারে দরপত্র বাতিলসহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- পিপিআর-০৮ এর বিধি ১২৭(৮) অনুসারে কোন ক্রয় কার্যক্রমে বা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত প্রদানকে প্রভাবিত করার জন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা কোন ব্যক্তি প্রতারনা বা অসততার সহিত কোন দলিল বা তার অংশ বিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত করে বা সম্পাদন করে বা কোন দলিল যে জাল তা বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করে বা কোন মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করে সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী দন্ডবিধি ৪৬৫ হতে ৪৮৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন হিসেবে গণ্য হবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনিয়মের কারণ: অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারের উদ্ধৃত দর বৃদ্ধি করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে অনুচ্ছেদ গ্রহণ ও জবাব প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।
- অডিটি প্রতিষ্ঠান সর্বশেষ ০২-০১-২০১৯খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানায় যে,বর্ণিত কাজের আইটেম নং ০৩.০২.০১ (সাববেইজ) এ ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর ছিল ৩৪৯০ টাকা। ঠিকাদার প্রথমে ৩১০০ টাকা দর উদ্ধৃত করে তা কর্তনপূর্বক ৩৪৯০ টাকা উদ্ধৃত করেন যা ঠিকাদার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রতি স্বাক্ষরপূর্বক দরপত্র বাস্রে টেন্ডার ড্রপ করা হয়।কাজেই এক্ষেত্রে বিওকিউ এর পাতা পরিবর্তন করা হয়নি বা ৭৪,৭২,৪০০ টাকা অতিরিক্ত মূল্যে দরপত্র অনুমোদন বা চুক্তি সম্পাদন করে আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়নি। তাছাড়া দরপত্র ওপেনিং কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত ওপেনিং শিটে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মোট উদ্ধৃত মূল্য ছিল ৩৮,৫৮,০২,৬৯৭ টাকা। যা ওপেনিং কমিটি কর্তক দরপত্র খোলার সময়ে পাঠ করা হয়েছে। বিওকিউ এর প্রতি পাতায় কতটি সংশোধন রয়েছে তা সুস্পষ্ঠভাবে উল্লেখ রয়েছে। তদুপরি উক্ত কাজের চূড়ান্ত বিলের মোট মূল্য ৩৩,৮৭,৪৮,০০৩ টাকা যা চুক্তি মূল্য অপেক্ষা ৪,৭০,৫৪,৬৯৩ টাকা কম।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষনিক জবাব প্রদানে অপরাগতা জানায় ।
- সর্বশেষ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বর্ণিত অনুচ্ছেদের ১৩-০৮-২০১৭খ্রিঃ তারিখের ৩৮৬ নং স্মারকের জবাবের সাথে প্রেরিত প্রমাণক এবং সর্বশেষ ০২-০১-২০১৯খ্রিঃ তারিখের জবাবের সাথে প্রেরিত জবাবের প্রমাণক বিওকিউ এর কপিতে ভিন্ন ভিন্ন দর পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের / নিরীক্ষা দলের মন্তব্য অনুযায়ী বিওকিউ পরিবর্তনের বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-০৪-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে ৩০-০৮-২০১৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০১-১১-২০১৭খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর উল্লিখিত ধারা ও বিধি লঙ্ঘন করে আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি তহবিলে জমাদান করত: প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৯

শিরোনাম: ঠিকাদার কর্তৃক ব্যবহৃত স্যালভেজ মালামালের উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৪১,১৫,১৮৯/- (একচল্লিশ লক্ষ পনের হাজার একশত উননব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ,শেরপুর কার্যালয়ের ২০১4-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-১২-২০১৬খ্রিঃ তারিখ হতে ০১-০১-২০১৭খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নকলা-নালিতাবাড়ি-নাকুগাঁও স্থল বন্দর সড়কের ১ম হতে ৭ম কি:মি: এবং ১৯+৪৫০ কি:মি: হতে ২৮ +০০০ কি: মি: এ সড়ক বাঁধ নির্মাণ, পেভমেন্ট নির্মাণসহ বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র, ফরমাল টেন্ডার ও বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- আইটেম নং ০২-০২-০৫ ও ০২-০২-০৬ এ ঠিকাদার কর্তৃক ব্যবহৃত (পুরাতন রাস্তা হতে প্রাপ্ত) স্যালভেজ মালামালের উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪১,১৫,১৮৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৯ পৃষ্ঠা: ১১]।
- চুক্তিপত্রের ITT Clause-27.9 মোতাবেক ঠিকাদারের দাখিলকৃত দর ভ্যাট ও আয়কর যুক্ত।ফলে বিল হতে Salvage Material Gross Amount এর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত হারে সর্বপ্রথম ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করে অত:পর Salvage Materials এর মূল্য বাদ দিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধযোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট ও আয়কর কর্তনের পূর্বে Salvage Material এর মূল্য বাদ দেওয়ায় সরকার ৪১,১৫,১৮৯ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ পনের হাজার একশত উননব্বই) রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে যা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ: স্যালভেজ মালামালের আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় সরকার রাজস্ব হতে বঞ্চিত।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠান সর্বশেষ ০৭-০১-২০১৯খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানান যে, কেন্দ্রীয় সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অর্থাৎ সিএমএস এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিলে পজেটিভ আইটেমসমূহ হতে নেগেটিভ আইটেসমূহ বিয়োগ করে চূড়ান্ত বিলের মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভ্যাট ও রিটেনশন মানি কর্তনপূর্বক প্রদর্শিত হয়। প্রতি আইটেমের বিপরীতে আলাদা ভাবে ভ্যাট ও আয়কর কর্তনের সুযোগ সিএমএস এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিলে নেই বিধায় স্থানীয় সড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রতি আইটেমের বিপরীতে আলাদা ভাবে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিক জবাব প্রদানে অস্বীকৃতি জানান ।
- সর্বশেষ জবাবে ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন না করার বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সফটওয়্যারে যে ক্রটির কথা বলা হয়েছে এতে প্রতিয়মান হয় যে, সিএমএস এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত সকল বিল হতেই স্যালভেজ মালামালের ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন করা হয়নি। যার ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ ভ্যাট এবং আয়কর হতে বঞ্চিত। অবিলম্বে সফট্ওয়্যারে উক্ত ক্রটি সংশোধন করাসহ ইতোমধ্যে উক্ত ক্রটির কারণে কর্তন না করা ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫—

- উল্লেখ্য যে, বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-০৪-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে ৩০-০৮-২০১৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১-১১-২০১৭খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অবিলম্বে সফ্‌টওয়্যারে উক্ত ত্রুটি সংশোধন করাসহ ইতোমধ্যে উক্ত ত্রুটির কারণে কর্তন না করা ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা-৫৭ অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব যথাসময়ে আদায় ও তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করার জন্য প্রতি মাসে অনাদায়ী রাজস্বের উপর ২% হারে সুদ আদায় করা আবশ্যক।
- চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

তারিখ : ______ বঙ্গাব্দ
29-09-2020 খ্রিষ্টাব্দ ।

(মোঃ আজিজুল হক)
মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।